Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সময়ের গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মিরজানা আফরুজ মালিহা

রোলঃ 227020407

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সময়ের গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মিরজানা আফরুজ মালিহা
রোলঃ 227020407

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ সময়ের গুরুত্ব ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মিরজানা আফরুজ মালিহা, আইডিঃ 227020407 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

<u>এক্সটারনালঃ</u>

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সময়ের গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Mirjana Afruj

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মিরজানা আফরুজ মালিহা

আইডিঃ 227020407

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

সময়ের গুরুত্ব 6

সময়ই জীবন,সময়কে নষ্ট করো না 8

সময়কে সঠিক মূল্যায়ন করা 9

সময়ের সদ্ব্যবহার 10

ইসলামে সময়ের গুরুত্ব 11

কুরআনের আলোকে সময়ের গুরুত্ব 12

হাদিসের আলোকে সময়ের গুরুত্ব 14

তাফসীরে সময়ের মূল্য 15

সময়ের গুরুত্ব নিয়ে রাসূলﷺযা শিক্ষা দিয়েছেন 15

সময় একটি গোপন নিয়ামত 16

মুমিন জীবনে সময়ের গুরুত্ব 18

মুসলিমের জীবনে সময়ের গুরুত্ব 20

সময়ের সাথে মুসলমানের দায়বদ্ধতা 21

সময় থেকে উপকৃত হওয়া 22

যৌবনে সময়ের গুরুত্ব 23

সুস্থতায় সময়ের গুরুত্ব 24

স্বচ্ছলতায় সময়ের গুরুত্ব 26

অবসরে সময়ের গুরুত্ব 27

মুসলিম মনীষীরা যেভাবে সময়কে মূল্যায়ন করতেন 28

ইমাম নববী (রঃ)-এর নিকট সময়ের মূল্য 29

সময়ের প্রতি উদাসীনতার পরিণতি 30

সময়ের গুরুত্বের শিক্ষা 30

সময়ের অপচয়ের নানাবিধ কারণ 31

অপেক্ষা করে কালক্ষেপণ নয় 35

সময়ের অপচয় রোধ করার উপায় 35

সময়ের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ 38

উপসংহার 39

তথ্যসূত্র 40

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

মানব জীবনে অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ নিআ'মাত হলো সময়ের নিআ'মাত।এমনকি তার সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দু হলো সময়।সময় হলো মানব অস্তিত্বের ক্ষেত্র।সময়কে কাজে লাগিয়ে জীবনে সফলতা অর্জন করা যায়।সময় সদা বহমান,কোন কিছুই সময়ের গতিশীলতাকে রোধ করতে পারে না।সুতরাং কেউ যদি সময়ের ব্যাপারে গাফেল থাকে তবে সময় তো আর তার জন্য থেমে থাকবে না,ফলে তার লোকসান- না পাওয়ার তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলবে।এজন্য বলা হয়ঃ-

“সময় তরবারীর মতো,যদি সময়ের সদ্ব্যবহার না করো, তবে সময় তোমাকে অসদ্ব্যবহার করবে।**”**

কুরআন-সুন্নাহর বহু জায়গায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সময়ের পরিচর্যার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।এই পরিচর্যার অগ্রভাগে রয়েছে সময়ের গুরুত্বের বর্ণনা, সময়ের মধ্যে আল্লাহর নিয়ামতের বিশালতা।মানুষের ওপর আল্লাহ তাআ'লার অসীম দয়া ও করুণার বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ-

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ✿ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

অর্থঃ-“তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন সূর্য আর চাঁদকে।তারা অবিরাম একই নিয়ম মেনে চলে।তিনি তোমাদের কল্যাণে আরও নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে।তোমরা তাঁর কাছে যা চেয়েছ(অর্থাৎ যা কিছু তোমাদের প্রয়োজন), তার প্রত্যেকটিই তিনি তোমাদের দিয়েছেন।তোমরা যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করো,তাহলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।” (সূরা ইবরাহিম:৩৩-৩৪)

আল্লাহ তাআ'লা কুরআনে এ মহা-অনুগ্রহ ‘সময়ের’ গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন।যেমনঃ-

وَالْعَصْرِ

"সময়ের কসম।” (সূরা আসর : ১)

আল্লাহ তাআ'লা সূরার শুরুতেই সময়ের কসম করেছেন।আল্লাহ তাআ' লা কেন সময়ের কসম করলেন?সময়কে কেন্দ্র করেই তো সবকিছু ঘটে।সময়ের ব্যবধানেই অনেক কিছু হয়ে যায়।সময়কে কেন্দ্র করেই ঘুরতে থাকে আমাদের জীবন।কতটা বিস্ময়কর এই সময়!সময়ের গুরুত্ব বোঝাতেই আল্লাহ তাআ'লা সময়ের কসম করেছেন।আর আল্লাহ তাআ'লা যে জিনিসের কসম করেন, সেটার গুরুত্ব কি ভাবা যায়!

একজন ইবাদতকারীর কাছে ইবাদত-বন্দেগি,আল্লাহমুখীতা হওয়ার জন্য সময় এক মহামূল্যবান সম্পদ।ইসলামে মানুষের অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করার কোনো সুযোগ নেই।আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ-

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ✿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب

অর্থ-"অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনই কঠোর ইবাদাতে রত হও।আর তোমার রবের প্রতি আকৃষ্ট হও।" (সূরা ইনশিরাহ্ : ৭-৮)

সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজেদের সংশোধন করতে হবে,সময়কে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে।তবেই আমরা জীবনে প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে পারবো।

সময়ের গুরুত্ব

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন পৃথিবীতে আমাদেরকে যত নিয়ামত দান করেছেন 'সময়' তার অন্যতম।সময়ের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা মাক্কি যুগে কুরআনের বেশ কিছু সূরার শুরুতে বিভিন্ন সময়ের কসম করেছেন। যেমন: রাত, দিন, ফজর, দুহা, আসর ইত্যাদি।আল্লাহ তায়ালার কালামে এসেছেঃ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ✿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

অর্থঃ "শপথ রাত্রির! যখন সে আচ্ছন্ন করে।শপথ দিনের! যখন সে আলোকিত হয়।" (সূরা লাইল : ১-২)

وَالْفَجْرِ ✿ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

অর্থঃ "শপথ ভোরবেলার।শপথ দশ রাত্রির।" (সূরা ফাজর : ১-২)

وَالضُّحَىٰ ✿ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ

অর্থঃ “শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রাত্রির! যখন তা গভীর হয়।” (সূরা দুহা : ১-২)

وَالْعَصْرِ ✿ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

অর্থঃ “শপথ সময়ের।নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।” (সূরা আসর : ১-২)

মুফাসসিরদের ব্যাখ্যায় এবং মুসলমানদের উপলব্ধিতে এটা পরিষ্কার, আল্লাহ তায়ালা কোনো কিছুর কসমের অর্থএই বিয়ষটির প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। তার গুরুত্ব, উপকারিতা কিংবা প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করছেন।

এ সময়ই উন্নতি-অবনতির সোপান। ‘সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না।’ এ প্রবাদটি আজ বিশ্ব মানবের সামনে দিবালোকের ন্যায় ভাস্বর।যারা সময়কে কাজে লাগিয়েছেন তারাই হয়েছেন জগতের শ্রেষ্ঠ উপহার।

সময়ের মূল্যায়ন শুধু সুবুদ্ধির পরিচায়কই নয়,এটি ধর্মীয় কর্তব্যও।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস(রা.) থেকে বর্ণিত,রাসূলﷺ ইরশাদ করেন,”আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দেয়া এমন দুটি নিয়ামত রয়েছে,যার প্রতি অধিকাংশ মানুষই উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে থাকে।তার একটি হলো সুস্থতা আর অপরটি,অবসরতা বা কর্মশূন্যতা।(সহীহ বুখারী ৬৪১২)

আল্লাহ প্রদত্ত এ দু'টি নিয়ামত এমন যে, যখনই এর কোনোটি বা উভয়টি কারো হাতের নাগালে আসে তখনই সে শয়তান বা কু প্রবৃত্তির গ্রাসী থাবার শিকার হয়ে ভাবতে থাকে এই নিয়ামতটি তার কাছে আজীবন থাকবে।

কুরআনে কারীমেও এ ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।বিবৃত হয়েছে যে,পার্থিব জীবনকে যারা হেলায়,বিনোদন, আনন্দ-বিলাসে কাটিয়ে খালি হাতে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে তারাই হিসাব-নিকাশের সেই ভয়াবহ মুহূর্তে আর্তচিৎকার করে বলবে-

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

অর্থ - হে আমাদের পালনকর্তা!আমাদেরকে আর একটি বারের জন্য দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন।আমরা সৎকাজ ও নেক আমল করব, আমরা যে কাজ করতাম তা করব না।আমি কি

তোমাদেরকে এতটা সময় দেইনি যে, তখন কেউ নসীহত গ্রহণ করতে চাইলে নসীহত গ্রহণ করতে পারতে? আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল।(সূরা ফাতির : ৩৭)

এ থেকে বোঝা যায় দুনিয়াতে আমাদের সময়কে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হতে হবে,এই নিয়ামতকে আমাদের ক্ষণস্থায়ী এই জীবনে কাজে লাগিয়ে দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য সফলতা অর্জন করতে সচেষ্ট হতে হবে।

সময়ই জীবন,সময়কে নষ্ট করো না

আমাদের জীবন কিছু সময়ের সমষ্টি।একেকটি সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়া মানে জীবনটা একটু একটু করে ক্ষয়ে যাওয়া।এভাবেই একসময় ফুরিয়ে যাবে পার্থিব জীবনের পুরো সময়।বস্তুত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা আমাদের প্রত্যেকের জন্য দুনিয়াতে একটা নির্দিষ্ট হায়াত নির্ধারণ করে দিয়েছেন।এই নির্দিষ্ট সময়টুকুতেই আমাদের নেক আমল করে আখিরাতের পাথেয় যোগাড় করে নিতে হবে।সুতরাং আমাদের আখেরাতের সাফল্য নির্ভর করবে দুনিয়ার এই সময়কে কাজে লাগানোর ওপর।
কিন্তু এই সরল সত্যটুকুই আজ অনেকে উপলব্ধি করে না।সময়কে কাজে লাগানোর ব্যাপারে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই উদাসীন থাকে,প্রতিনিয়ত তারা সময় বরবাদ করছে নানান অনর্থক কাজে।খুব অল্প সংখ্যক মানুষই সময়ের কদর করে।

আমরা দুনিয়ার মানুষগুলোর দিকে লক্ষ করলে দেখবো সময়কে ব্যবহারের দিক থেকে তারা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর মানুষ সময়ের মূল্য বোঝে।তারা ভালো ভালো করেই জানে সময়ই জীবন;সময়ের সঠিক ব্যবহারই আখিরাতের সাফল্য বয়ে আনবে।সময়ের অপচয় করা মানে নিজের জীবন ধ্বংস করা; নিজের আখিরাতের পুঁজি বরবাদ করা।তাই তারা অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করে না; বরং আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থেকে সময়ের সদ্ব্যবহার করে।তারা দ্বীনের অপরিহার্য বিধানগুলো পালনের পাশাপাশি বেশি বেশি নফল ইবাদতে সময় কাটায়।তারা হালাল রিজিক অন্বেষণের পাশাপাশি দাওয়াহ' র অঙ্গনে ভূমিকা রাখে।তাদের অবসর সময় কাটে কুরআন তিলাওয়াতে,আল্লাহর যিকির ও তাসবীহ পাঠে।এভাবে তারা নেক আমলের পাল্লাকে ভারী করে তোলে।

আরেক শ্রেণীর মানুষ সময়ের ব্যাপারে নিজের প্রতি জুলুমকারী। এরা নিজেদের সময় অপচয়ের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।তারা মনে করে জীবন হলো খেল-তামাশা, মোজ-মাস্তি, খাওয়াদাওয়া আর ঘুমে বিভোর থাকার নাম।তাই তাদের সময় কাটে খেলাধুলা, ভোগবিলাস আর মনের কামনাবাসনা পূরণের মাঝে। তাদের জীবনটা ভরে ওঠে মন্দ কাজের প্রবৃদ্ধিতে।আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা যে তাদের জীবনের প্রতিটি মুহুর্তের হিসাব নিবেন, এই চিন্তাই তাদের নেই।

তাই সময়ই জীবন, এই কথাটিকে উপলব্ধি করে আমাদের সময়ের সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে দুনিয়ায় ও আখিরাতে সাফল্য অর্জনের জন্য।

সময়কে সঠিক মূল্যায়ন করা

একেকটি দিন অতীত হয়ে যায়।অতিবাহিত হয়ে যায় প্রতিটি ঘন্টা।প্রতিটি মুহূর্ত চলে যায় আপন গতিতে।যেগুলোকে আর কখনো ফিরিয়ে আনা সম্ভব না এবং এর ক্ষতিপূরণ দেওয়াও সম্ভব না।আমরা কি কখনো ঘড়ির কাঁটাকে পেছনে ফিরিয়ে আনতে পারবো,যাতে আমাদের অতিবাহিত খারাপ সময়কে ভালো দ্বারা পূর্ণ করে নিতে পারি?

হাসান বসরি রহিমাহুল্লহ এর অসিয়ত শুনুন!আদম সন্তানের অতিবাহিত প্রতিটি দিন অতীত হতে থাকে আর বলতে থাকে, হে আদম সন্তান,আমি নতুন একটি দিন,আজ তোমার প্রতিটি কৃতকর্মের সাক্ষী আমি।তোমার কাছে থেকে চলে গেলে আর কখনো ফিরে আসবো না।তাই পরকালের জন্য সাধ্যমতো যতটুকু পারো আমল করে নাও।তোমার ইচ্ছে হলে বিলম্বও করতে পারো।তবে মনে রেখো,আমি তোমার কাছে আর কখনো ফিরে আসবো না।
সময়ের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো অন্য কিছুর মাঝে নেই। এর প্রত্যেকটিই আমাদের সময়ের মহামূল্য ও যত্নের কথা বুঝিয়ে দেবে। যেমন:

- সময়কে সঞ্চয় বা সংরক্ষণ করে রাখা যায় না। তাই যে মুহূর্তটিকে তুমি ব্যবহার করতে পারছ না, তা কিন্তু চলে যায়। কিয়ামত পর্যন্ত কখনো তা ফিরে আসবে না।

- সময়কে কোনো কিছুর সাথে বিনিময় করা যায় না। কারণ সময় সবকিছুর চাইতে বেশি মূল্যবান।

- সময় হলো জীবনের একমাত্র উপাদান। কেননা, জীবন তো কতগুলো বছর ও মাসের সমষ্টি। যেই মাস ও বছরগুলো একেকটি মুহূর্ত ও একেকটি ঘণ্টা থেকে সৃষ্টি।

- সময়কে পরিমাপ করা যায় না, অনুধাবন করা যায় না এবং স্পর্শও করা যায় না। তাই প্রতিটি কাজের জন্য সময় পাত্রতুল্য হওয়া সত্ত্বেও তুমি সময়কে আটকে রাখতে পারবে না।

- কেউ নিজের ইচ্ছায় সময়কে দ্রুত বা ধীর গতিতে অতিবাহিত করতে পারবে না এবং থামিয়েও রাখতে পারবে না।

আমাদের সময়ের মূল্যায়ন করতে হবে গুরুত্বের সাথে,দিনের সময় যেনো অনর্থক কাজে আমরা ব্যয় না করি সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সময়ের সদ্ব্যবহার

সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা এতক্ষণ জানলাম,এ থেকে উপলব্ধি করা যাচ্ছে সময়ের সদ্ব্যবহার মানবজীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। জীবন থেকে যে সময় চলে যায় সেই সময় আর ফিরে আসে না।তাই প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে জ্ঞানের উচ্চতর স্থানে যেমন যাওয়া যায়,আবার সময়ের সদ্ব্যবহার না করলপ দুর্ভোগও পোহাতে হয়।

পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা সময় সম্পর্কে বলেছেন।প্রতিটি মানুষকে সময় ও সুযোগ যেমন দিয়েছেন তেমনি এই সময়ের হিসাবও আল্লাহ তাআ'লা নিবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

উমর(রা.)বলেন "অবসর সময়ের পরিণামের ব্যাপারে আমি তোমাদের সতর্ক করছি।কেননা,অবসরতা উন্মাদনা সৃষ্টিকারী যাবতীয় মন্দ কাজের সমষ্টি।"

সময়কে গণিমত মনে করার মূলভিত্তি হিসেবে উমর(রা.) একটি মানদণ্ড স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন,নিশ্চয় আমি সেই ব্যক্তিকে অপছন্দ করি,যাকে দ্বীনি কিংবা দুনিয়াবি কোনো কাজ ছাড়াই অযথা হাঁটতে দেখি।'
তাইতো উমর(রা.) এর জীবনটা সময়কে কাজে লাগানোর জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।নেক আমল,বিজয়াভিযান,উন্নত সভ্যতা নির্মাণ এবং মর্যাদা অর্জনের মাঝে কাজে লাগিয়ে রেখেছিলেন।ফলে যুবকদের সময়গুলো নেক কাজে ভরে গেলো এবং বৃদ্ধদের অবস্থা এমন হলো যে,তারা যেন যুবকদের চেয়েও অধিক ব্যস্ত।

এ জন্যই সালিহিনদের মধ্যে কেউ একজন বলেছিলেন,মনে রেখো অবসর সময় হচ্ছে মৃত্যুর মতো,আর ব্যস্ততা হচ্ছে জীবিতদের মতো।সুতরাং তুমি যদি সিদ্ধান্ত নাও যে তুমি জীবিত থাকবে তাহলে কাজ করতে থাকো।

ইসলামে সময়ের গুরুত্ব

ইসলামে সময়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সময়ের হিসাবের নিমিত্তে আল্লাহ তাআলা চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ-

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِل بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

অর্থ: তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চাঁদকে আলোময় করেছেন আর তার জন্য নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন মনযিল, যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা এবং (সময়ের) হিসাব। আল্লাহ এগুলো অবশ্যই যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।(সুরা ইউনুস : ৫)

ইমাম মুয়াফফিক বিন কুদামাহর অসিয়ত :

তোমার মূল্যবান জীবনকে গনিমত মনে করো, গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোর প্রতি যত্নবান হও। মনে রেখো, জীবনটা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে আবদ্ধ, নিশ্বাসের সংখ্যা নির্ধারিত। তাই একেকটি নিশ্বাস ত্যাগের মাধ্যমে তোমার জীবন থেকে একটু একটু করে সময় ক্ষয়ে পড়ছে। জীবনটা খুবই ছোট। মাত্র কয়েকটি দিন মাত্র। এর প্রতিটি অংশ হীরা-জহরতের চেয়েও মূল্যবান। যার কোনো তুলনা এবং স্থলাভিষিক্ত হয় না। অল্প কিছু দিনের এই ক্ষুদ্র জীবনটা অতিবাহিত হওয়ার পর কেউ চিরস্থায়ী শান্তিতে থাকবে আবার কেউ চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। যখন তুমি এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে চিরস্থায়ী ভাবতে থাকবে, তখন তোমার কাছে একেকটি নিশ্বাস জান্নাতের হাজার হাজার বছরের সমান মনে হবে। যা অনুমান করা অসম্ভব। আর যদি কারও অবস্থা এমনই হয়, তাহলে এর কোনো মূল্যই নেই। অতএব, মুক্তাতুল্য জীবনের সময়গুলোকে কর্মহীন নষ্ট করে দিয়ো না। কোনো মূল্য ছাড়া সময়গুলো অতিবাহিত করো না। সর্বদা চেষ্টা করো, যেন তোমার একটি নিশ্বাসও আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে ব্যয় না হয়। কারণ, তোমার কাছে যদি দুনিয়ার কোনো মণিমুক্তা থাকে, তাহলে তা নষ্ট করা তোমার জন্য শোভা পাবে না। সুতরাং কীভাবে তুমি হীরার চেয়েও মূল্যবান নিজের জীবনটা অবহেলায় নষ্ট করে দেবে?! অনর্থক নষ্ট হয়ে যাওয়া অতীতের জন্য কেনই-বা দুঃখ হবে না?

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সফরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি কবর তাঁর দৃষ্টি গোচর হল। তিনি সেখানে যাত্রা বিরতি করে সাওয়ারী থেকে অবতরণ করে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। তাঁর সঙ্গীরা ভাবলেন, এখানে হয়তো কোন বিশেষ ব্যক্তির কবর হবে। তাই তারাও সাওয়ারী হতে নেমে হযরত ইবনে ওমরের (রাঃ) অনুকরণে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে সবাই পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন। ভ্রমনের এক পর্যায়ে সঙ্গীদের একজন অদম্য কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! আপনি সেখানে যাত্রা বিরতি করে নামায আদায় করলেন কেন? এর রহস্য কি? তিনি বললেন, ব্যাপার হল আমি যখন ঐ কবরের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিলাম তখন আমার হৃদয়ে ভাবনার উদ্রেক হল যে, যারা দুনিয়া ত্যাগ করে কবর জগতে অবস্থান করছেন তাদের আমল বন্ধ হয়ে গেছে। এখন তারা শত চেষ্টা করলেও আমল করতে পারবে না, আর কেউ আল্লাহর বিশেষ কৃপায় কোন আমল করলেও তার কোন সাওয়াব লেখা হবে না।

হাদীস শরীফে এসেছে, এ লোকগুলো (কবর বাসীরা) কবরে থেকে এ আকাংখা করতে থাকবে যে, হায়! যদি আমরা আরো এতটুকু সময় পেতাম যাতে আরো দু'রাকাত নফল নামায পড়া যায়; তাহলে আমাদের নেক আমলের দপ্তরে আরো দু'রাকাত নামাযের সাওয়াব যোগ হয়ে যেত। কিন্তু তাদের এ আকাংখা ও অনুতাপ সত্ত্বেও নামায পড়ার সুযোগ তাদের আর আসবে না। তাই আমি ভাবলাম, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে সুযোগ দান করেছেন সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে দু'রাকাত নামায পড়ে নেই।

সার কথা, আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে এ ধরণের চিন্তা-চেতনা দান করেছেন তাদের জীবনটাই বিচিত্রময়। তারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে এভাবেই কাজে লাগিয়ে থাকেন।

কুরআনের আলোকে সময়ের গুরুত্ব

মহান রব্বুল আলামীন কুরআনুল কারিমে একটি সূরার শুরুতে সময়ের শপথ করেছেন।তা হলো সূরা আসর।

কেউ যদি শুধুমাত্র 'সূরা আসর' এর উপরই আমল করে গোটা জীবন কাটিয়ে দেয়, তবুও এই সূরার গুরুত্ব শেষ হবে না।

ইমাম শাফে 'য়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যদি মানুষ এ সূরা সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করত তবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হতো।'

কী এমন বলা হয়েছে এই ছোট্ট সূরায়?

وَالْعَصْرِ

“সময়ের কসম।”

আল্লাহ কেন সময়ের কসম করলেন?
সময়কে কেন্দ্র করেই তো সব ঘটে। আমাদের দৈনন্দিন জীবন, উত্থান পতন, দিন রাত। সময়ের ব্যবধানেই অনেক কিছু হয়ে যায়। সময়কে কেন্দ্র করেই ঘুরতে থাকে আমাদের জীবন। কতটা বিস্ময়কর এই সময়! সময়ের গুরুত্ব বোঝাতেই আল্লাহ সময়ের কসম করেছেন। আর আল্লাহ যে জিনিসের কসম করেন, সেটার গুরুত্ব ভাবা যায়!

إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

“নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মাঝে নিমজ্জিত।”
যুগে যুগে পুরো মানবজাতিই ক্ষতির মধ্যে ডুবে আছে। একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে। তাহলে কি সব মানুষই ক্ষতিগ্রস্থ?

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْبِالصَّبْرِ

“কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়।”
আগের আয়াতে আল্লাহ মানুষের যে ক্ষতির কথা বলেছেন, পরের আয়াতে সেই ক্ষতি থেকে উত্তরণের উপায়ও বলে দিয়েছেন।

চার শ্রেণির মানুষ কখনোই ক্ষতিগ্রস্থ নয়। যারা–
- ঈমান আনে।
- সৎকর্ম করে
- পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়
- পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়।

একমাত্র আল্লাহকেই রব্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আল্লাহর কাছে ফিরে আসে। আল্লাহর কথা শোনে, আল্লাহর দেখানো পথে চলে। আল্লাহ যা বলেছেন, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। আমল করে। এবং শুধু নিজেকেই পরিপূর্ণ করে না। সবাইকে সত্যটা জানিয়ে দেয়। সকল ধরণের বাধা-বিপত্তিতে দাঁতে দাঁত চেপে ধৈর্যের রশি আঁকড়ে ধরে।সূরা আসর সম্পর্কিত লেখাটি সংগৃহীত

হাদিসের আলোকে সময়ের গুরুত্ব

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে থাকবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে চারটি বিষয়ে জিজ্ঞেস না করা হবে- এক, তোমার জীবন কীভাবে অতিবাহিত করেছো? দুই, নিজের ইলমের ওপর কতটুকু আমল করেছো? তিন, সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছো এবং কোথায় খরচ করেছো? এবং চার, নিজের যৌবনকে কোন কাজে ব্যয় করেছো(তিরমিজি)

হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন,
" যদি কেয়ামত শুরু হয়ে যায় এবং তোমাদের মধ্যে কারও হাতে খেজুরের ছোট্ট একটি চারাও থাকে এবং সে যদি সক্ষম হয়, তাহলে হিসাব দেওয়ার জন্য দাঁড়ানোর আগে তার জন্য ওই চারাটি রোপণ করা জরুরি।" (মুসনাদে আহমাদ)

এই হাদিসের ভাষ্য থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর রাসুল ﷺ সময়ের প্রতি কতটা গুরুত্ব দিতেন। জীবনসায়াহ্নেও একটি মুহূর্ত যেন নষ্ট না হয় এবং মুহূর্তটি যেন নেক কাজে ব্যয় হয়- সেই নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। অর্থাৎ মানবজীবনে গাফলতের অনুপ্রবেশের সুযোগ যাতে না হয়, সেই দিকে গুরুত্বারোপ করেছেন।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, তোমরা পাঁচটি জিনিসের আগে পাঁচটি জিনিসকে মূল্যায়ন করো।
তা হলো-
১)যৌবনকে মূল্যায়ন করো বার্ধক্যের আগে।
২)সুস্থতাকে মূল্যায়ন করো অসুস্থতা আসার আগে।
৩)সচ্ছলতাকে মূল্যায়ন করো দারিদ্র্য আসার আগে।
৪)অবসরকে মূল্যায়ন করো ব্যস্ততা আসার আগে এবং
৫)জীবনকে মূল্যায়ন করো মৃত্যু আসার আগে।
(তিরমিজি)

এই হাদিসের মধ্যে প্রতিটি মুমিন বান্দার জন্য শিক্ষা এই যে, এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অতিবাহিত করতে হবে। এই জীবনকে মৃত্যুর আগে গণিমত মনে করে একথা মাথায় রাখতে হবে যে, কেয়ামতের দিন জীবনের প্রতিটা মুহূর্তের হিসাব

দিতে হবে। আর হিসাব দিতে হবে জনসম্মুখে। এজন্য সময় থাকতেই এর মূল্য দেওয়ার অনুশীলনের সুযোগ এখন থেকেই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করেন। আমীন।

তাফসীরে সময়ের মূল্য

ইমাম রাজী রহ: সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে সূরা আসরের তাফসীরের কথা উল্লেখ করে বলেন: আমি একদিন বাজারে গিয়ে দেখি এক বরফ বিক্রেতা চিৎকারে করে বলেন কে আছ পুঁজি হারানো লোকটির প্রতি রহম করো। অর্থাৎ সূর্য উঠার সাথে সাথে তার বরফ গলতে শুরু করছে। অর্থাৎ তার পুঁজি গলে যাচ্ছে। আমাদের জীবনের সময় বরফ খন্ড গলার মতো যা প্রতিনিয়ত ইতিহাসের অতর গহবরে হারিয়ে যাচ্চে। সুতরাং প্রতিটি মানুষের উচিৎ তার জীবনের প্রতিটি সময়েকে গুরুত্ব দেওয়া।

সময়ের গুরুত্ব নিয়ে রাসূলﷺযা শিক্ষা দিয়েছেন

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ নিজে সময়কে গুরুত্ব দিতেন এবং তাঁর উম্মাতদেরকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে তাকিদ দিয়েছেন।প্রতিটি মানুষকে সময়ের হিসাব কিয়ামতের দিন দিতে হবে বলে তিনি সর্তক করে দিয়েছেন। রাসূল (সা.) বলেছেন: কিয়ামতের দিন কোন বান্দা চারটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত সামনে যেতে পারবে না।

সেই চারটি প্রশ্ন হলো- সে তার জীবনকাল কোন কাজে ব্যয় করেছে, তার যৌবনকাল কোথায় ব্যয় করেছে, তার সম্পদ কোথা থেকে আয় করে কোথায় ব্যয় করেছে এবং তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী সে আমল করেছে কি না। এই চারটি বিষয়ই সময়ের সাথে সম্পর্কিত।

আয়িশা(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলﷺএর সময়ের ব্যাপারে বর্ণনা করে বলেন, 'রাসুলﷺ-কে তাঁর ঘরে কখনো অবসর দেখা যায়নি। তিনি হয়তো কোনো মিসকিনের জন্য জুতো মেরামত করতেন অথবা কোনো বিধবার জন্য কাপড় সেলাই করতেন।'

তিনি জীবনে কখনো অবসর সময় কাটাননি। রাসুলﷺ একজন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক, সফল সেনাপ্রধান, প্রথম দায়ি ও আল্লাহভীরু আবিদ হওয়া সত্ত্বেও বিধবা ও মিসকিনদের জন্য কাজ করতে ভুলে যেতেন না। বরং তাদের জন্য কাজ করাকে তিনি নিজের দৈনন্দিনের রুটিনের

প্রথম সারিতে রাখতেন। দ্বীনের দাওয়াত, রিসালাতের গুরুদায়িত্ব ও উম্মাহর প্রতি দায়িত্ববোধের চিন্তা করতেন সর্বদা। কখনো অবসর সময় কাটাতেন না। সময় পেলেই উম্মতের চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

আখেরাতে আমাদেরকে থাকতে হবে সদাসর্বদা এবং অনাদি-অনন্ত কাল। তাই তার জন্য মেহনতও করতে হবে সীমাহীন। আর দুনিয়াতে আমরা থাকবো অনুর্ধ্ব ৬০-৭০ বছর। আর এরও কোন গ্যারান্টি নেই। তাই এর জন্য সামান্যতম মেহনতই যথেষ্ট। এটাই প্রিয় নবীর (সঃ) শিক্ষা। অথচ আজ আমরা চব্বিশটি ঘন্টাই শুধু দুনিয়া-দুনিয়া করছি। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য সর্বোচ্চ আধা ঘন্টা সময় ব্যয় করতেও আমাদের শত আপত্তি, বাধা, দ্বিধা ও নানা বাহানা।

সারা দিন শুধু মসজিদে বা খানকায় বসে থাকার নাম আখেরাতের কাজ করা নয়। দুনিয়াতে মানুষের শত জরুরত আছে। যদি এ জরুরতগুলোকে সাওয়াবের নিয়তে আদায় করা হয় তাহলে এক দিকে যেমন পার্থিব চাহিদা পূরণ হবে তেমনি অপর দিকে পরকালের সঞ্চয়ও হয়ে যাবে। যেমন: পানাহারের সময় যদি সত্যিকারের নিয়ত করা হয় যে, এই পানাহার দ্বারা অর্জিত শক্তি দিয়ে আমি আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করবো। ব্যবসা-বাণিজ্য করার সময় যদি নিয়ত করে যে, আল্লাহর রাসূল ও জীবিকার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। তাই আমিও করছি। এভাবে প্রতিটি কাজই যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে রাসূলের সুন্নাত তরিকা অনুযায়ী হয় তাহলে সবই ইবাদতে পরিণত হবে এবং এর জন্য সাওয়াবও পাওয়া যাবে।

সময় একটি গোপন নিয়ামত

যদিও সময় এমন কোনো অর্থ বা বস্তু নয়, যা মানুষ দোকানে বা বাজারে বিনিময় করে থাকে, তবুও সময়কে সবচেয়ে দামি ও গুরুত্বপূর্ণ ধনভান্ডার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যা দেখা যায় না। অত্যন্ত গোপনীয়। যদি মানুষ এই ধনভান্ডার চোখে দেখত এবং এর মূল্য অনুধাবন করত, তাহলে তা অর্জন করার জন্য পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হতো। এ ছাড়াও স্বয়ং রাসুল-এর হাদিস থেকে স্পষ্ট বুঝে আসে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে যতগুলো নিয়ামত দিয়ে থাকেন, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো সময়। সময়ের প্রতি এত গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও মানুষ এ ব্যাপারে উদাসীন।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল বলেছেন:

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرُ مِنَ النَّاسِ :الصِّحَّةُ والفراغ

"দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ প্রতারিত। তা হচ্ছে, সুস্থতা ও অবসর।"

হাদিসে রাসুল , كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ কথাটি বলেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, খুবই অল্প সংখ্যক মানুষই সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে। সুস্থবস্থায় প্রায় সবাই ভোগবিলাসে লিপ্তহয়ে পড়ে। জীবনকে উপভোগ করার মাঝে ব্যস্ত থাকে। আবার অবসরতা পেলেও অনেকে ভোগবিলাসে লিপ্ত হয়ে যায়। অনেকের অবস্থা তো এমন যে, তারা বার্ধক্যে উপনীত হবার পরও অবসরতার দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত হয়। যখন কেউ এই দুটি নিয়ামতকে একত্রে পায় এবং এগুলোর সঠিক ব্যবহার না করে আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে অলসতা করে, তখনই তাকে مَغْبُونٌ বা ধোঁকাগ্রস্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর غَبَنٍ হলো, কোনো পণ্যকে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি দামে ক্রয় করা অথবা নির্ধারিত মূল্যের চেয়েও কম মূল্যে বিক্রি করা।

রাসুল ﷺ একজন পরিপূর্ণ শরয়ি দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষকে এমন ব্যবসার সাথে তুলনা দিয়েছেন, যেই ব্যবসার মধ্যে মূলধন রয়েছে। যেকোনো মানুষ মূলধন খাটিয়ে ব্যবসা শুরু করলে তা থেকে সে লাভের আশা করে এবং মূলধনকেও টিকিয়ে রাখতে চায়। আর এ জন্য যার সাথে সে ব্যবসায়িক লেনদেন করে, তার আমানতের ব্যাপারে সে খুবই সতর্ক থাকে। তার প্রতি খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, যাতে তাকে কেউ ধোঁকা দিতে না পারে। কারণ কেউ যদি তাকে ধোঁকা দিয়েই ফেলে, তাহলে তো সে নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই উদাহরণটির বাস্তব নমুনা এই যে, দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত। আর সুস্থতা ও অবসরতা হলো মূলধন। কিন্তু এই দুই মূলধনের লভ্যাংশ বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না। কেবল আখিরাতেই এদের লাভক্ষতি দেখা যাবে।

তাই যে ব্যক্তি তার অবসরতা ও সুস্থতাকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করেছে, আগামী দিন (আখিরাতে) সে-ই হবে প্রকৃত লাভবান। আর যে এ দুটি নিয়ামতকে আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যয় করেছে, দুনিয়া ও আখিরাতে সে-ই হলো প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ও ধোঁকাগ্রস্ত। আরেকটি কথা না বললেই নয়, এই দুটি নিয়ামত খুব দ্রুতই চলে যায়। কেননা, অবসরতার পরে ব্যস্ততা এবং সুস্থতার পরে অসুস্থতা চলে আসে।

(আমরা সময়ের খুব মুখাপেক্ষী। অথচ সময় পেয়েও তার সঠিক ব্যবহার করি না।)

তাই যে ব্যক্তি সুস্থতা ও অবসর সময় পেল, অথচ এগুলোর সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ অর্জন করল না, সে-ই প্রকৃত হতভাগা। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের

তাঁর প্রদত্ত নিয়ামত পেয়ে ধোঁকাগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেন এবং আমাদের প্রতি তাঁর ইহসানের মূল্য বোঝার তাওফিক দান করেন। আমিন।

মুমিন জীবনে সময়ের গুরুত্ব

সময়ের মূল্য উপলব্ধিকারী সকল মুমিনের উচিত হবে নিজেকে যথাসম্ভব কল্যাণের কাজে ডুবিয়ে রাখা। খুঁটি ধরে কিংবা আলস্যের আবরণে কল্যাণের কাজে সাড়া দেওয়া যথেষ্ট নয়। কিছু কাজ করে বাকিটা রেখে দেওয়া কিংবা আজকের দিনের কাজ পরের দিনের জন্য রেখে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আর তা দুর্বলতা কিংবা অপারগতা যে কারণেই হোক না কেন।কবি বলেন-

"অলসতা আমার কাজকে
রেখে দিতে পারে না আগামীকালের জন্য
আগামীকাল তো তাদেরই
যারা অক্ষম আর অকর্মণ্য।"

প্রিয়নবী ﷺ উম্মাহকে সকাল-সন্ধ্যার পড়ার জন্য কিছু দু'আ-যিকির শিক্ষা দিয়েছেন।তার একটি হলো-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوْذُ بكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা থেকে আশ্রয় চাই। আমি আশ্রয় চাই অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, আপনার কাছে আশ্রয় চাই ভীরুতা ও কার্পণ্য হতে, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই ঋণের বোঝা ও মানুষের রোষানল হতে।" (আবু দাউদ : ১৫৫৫)

কুরআন কোনো ব্যস্ততা কিংবা প্রতিবন্ধকতা গ্রাস করার আগে কল্যাণের কাজে অগ্রবর্তী ও প্রতিযোগী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ-

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থঃ-“প্রত্যেকেরই (প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীরই) একটি দিক (কিবলা) আছে, যে দিকে সে ফিরে (প্রার্থনা করে)। সুতরাং সকল কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাও। যেখানেই তোমরা থাকো না কেন, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সবাইকে একত্র করবেন।” (সূরা বাকারা: ১৪৮)

প্রিয়নবী ﷺ কোনো প্রতিবন্ধকতা কিংবা বিপদ আসার আগে ঝটপট কিছু কাজ সেরে রাখার পরামর্শ দিতেন। তিনি বলেন-

“তোমরা কার্য সম্পাদনে সাতটি বিষয়ের অগ্রগামী হও। তোমরা কি এমন দারিদ্র্যের অপেক্ষায় আছ, যা আল্লাহ তায়ালাকে ভুলিয়ে দেয় অথবা এমন ধনবান হওয়ার, যা আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যাচারে লিপ্ত করে অথবা এমন রোগের, যা স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে দেয় অথবা নির্বোধে পরিণতকারী বার্ধক্যের অথবা এমন মৃত্যুর যা হঠাৎ করেই এসে যায় অথবা অপেক্ষা করছ দাজ্জালের অপেক্ষমাণ অদৃশ্য অমঙ্গলের অথবা কিয়ামতের? আর কিয়ামত তো আরও বিভীষিকাময়, আরও তিক্ত।” (তিরমিজি)

একজন মুমিনকে প্রত্যেকটি দিন এবং রাত থেকে কিছু শিক্ষা সংগ্রহ করতে হবে। কারণ, প্রতিটি দিন ও রাত নতুনকে জীর্ণ করে তোলে। দূরের জিনিসকে কাছে নিয়ে আসে। জীবনকে ভাঁজ করে গুটিয়ে ফেলতে থাকে। ছোটোকে বড় করে তোলে। বড়কে জীবন সন্ধিক্ষণে পৌঁছে দেয়। যেমনটা কবি বলেছেন-

প্রত্যুষের আগমনে সাঁঝের প্রস্থান ঘটেছে,
যুবককে করেছে বৃদ্ধ, বৃদ্ধকে ফেলেছে কবরে।
দিনকে বৃদ্ধ করেছে রাতের আগমনে,
আবারও যুবক দিন এসে হাজির, তার প্রস্থানে।

সময় আপন গতিতে চলবে। দিবা-রাত্রির পরিবর্তনও অব্যহত থাকবে তার আপন গতিতে। আর একজন মুমিন তা থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করবে না, তা নিয়ে কোনো চিন্তা করবে না এমনটা হতে পারে না। চলে যাওয়া প্রত্যেকটি দিন, গত হওয়া প্রত্যেকটি ঘণ্টা এবং কেটে যাওয়া প্রত্যেকটি ক্ষণে জীবন ও দুনিয়ায় বহু কিছু ঘটে যায়। তার কিছু দেখা যায়, আবার কিছু দেখা যায় না; কিছু জানা যায়, কিছু জানা যায় না। কিছু জমি আবাদি হয়। বীজ অঙ্কুরিত হয়ে গাছ জন্মায়। গাছে ফুল আসে।ফুল থেকে ফল-ফসল হয়। ফল-ফসল ঘরে তোলা হয়। শস্য শুকিয়ে খড়কুটো হয়ে পড়ে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নেয়। একটা ভ্রূণ বেড়ে উঠে এবং

তার শরীর গঠিত হয়। শিশুর জন্ম হয়। সে বেড়ে ওঠে। যুবক হয়। যুবক মধ্য বয়সে এসে দাঁড়ায়। মধ্যবয়সি বৃদ্ধদের কাতারে চলে যায়। আর বৃদ্ধ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়।

ওপরের আসমান এবং নিচের জমিন তথা বিশ্ব ঘোরার সাথে সাথে মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রাচুর্য-দারিদ্র্য, সুস্থতা-রোগ-বালাই, খুশি-বেদনা, কষ্ট-আরাম এবং সুদিন-দুর্দিনও ঘুরতে থাকে। আর এই সবকিছুতেই জ্ঞানীর জন্য রয়েছে নিদর্শন। হৃদয়বানের জন্য রয়েছে উপদেশ। চাক্ষুষমানের জন্য রয়েছে শিক্ষা। যে জ্ঞানীর মতো চিন্তা, চিত্তবানের মতো উপলব্ধি এবং চক্ষুষ্মানের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়েছে, দিন-রাতের আসা-যাওয়া তার কোনো উপকার করতে পারে না।আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

অর্থঃ-“নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য।” (সূরা আলে ইমরান: ১৯০)

আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেছেনঃ-

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

অর্থঃ-“আল্লাহ দিন ও রাতের আবর্তন ঘটান, নিশ্চয়ই এতে অন্তরদৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।” (সূরা নুর : ৪৪)

মুসলিমের জীবনে সময়ের গুরুত্ব

একজন মুমিন-মুসলমানকে তার দুনিয়াবি ও দ্বীনি কাজের অত্যাবশ্যকীয় এবং আরও অন্যান্য যেসব কাজ করতে হয়, তার আলোকে সময়কে গুছিয়ে পরিকল্পনা করতে হয়; যেন একটি অন্যটির ওপর প্রাধান্য না পায়। গুরুত্বহীন কাজ গুরুত্বপূর্ণ কাজের ওপর প্রাধান্য না পায় কিংবা সাধারণ গুরুত্ববহ কিছু অধিক গুরত্ববহ কিছুর ওপর প্রাধান্য না পায়।সময়ের মাঝে শেষ করতে হবে-এমন কিছু সময়ের বাধ্যবাধকতামুক্ত কাজের ওপর প্রাধান্য না পায়। যে কাজটি তাৎক্ষণিক করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, অন্য কাজ বাদ দিয়ে তাৎক্ষণিক সেই কাজ করতে হবে। আর যে কাজের একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, সে কাজ যথাসময়ে শেষ করতে হবে।

নবিজি ﷺ ইবরাহিম (আ.)-এর সহিফা থেকে বর্ণনা করে বলেন-

'একজন বিবেকবানের ৪টি সময় থাকবে (যতক্ষণ সে প্রবৃত্তি বিবেকের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না)।

- একটা সময় সে তার রবের কাছে চাওয়া-পাওয়ার কথা বলবে।
- একটা সময় সে নিজেকে মূল্যায়ন করবে।
- একটা সময় আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভাববে।
- আর একটা সময় তার খাবার-পানীয়ের জন্য খালি রাখবে।

একজন মুসলিম ব্যক্তির উচিত হবে না নফসের ওপর বাড়াবাড়ি রকমের চাপ নেওয়া। এই বাড়তি চাপ মানসিক শক্তিকে দুর্বল করে দিতে পারে; যা স্বাভাবিক গতিকে পরিবর্তন করে দেবে। তার নিজের, পরিবার ও সমাজের অধিকার গৌণ করে দেবে। এই বাড়াবাড়ি আল্লাহর ইবাদত তথা সিয়াম, তাহাজ্জুদ কিংবা দুনিয়াবিমুখতা কোনো ক্ষেত্রেই হওয়া উচিত নয়!

এ জন্যই নবি ﷺ যখন দেখলেন, সাহাবিরা(رضي الله عنهم) তাঁর পেছনে রাতের নামাজে দীর্ঘ সময় ব্যয় করছে, তখন তিনি তাদের বললেন-

"তোমরা তোমাদের সাধ্যের আলোকে নেক কাজ করো। কারণ, আল্লাহ তোমাদের আগে বিরক্ত হবেন না। আর আল্লাহর দরবারে সর্বোত্তম নেক কাজ হলো যা নিয়মিত করা হয়, তা পরিমাণে কম হলেও।" (বুখারি ও মুসলিম)

সময়ের সাথে মুসলমানের দায়বদ্ধতা

সময়ের এত বেশি গুরুত্বের কারণ হলো- প্রকৃতপক্ষে সময়ই জীবন! একজন মুসলিম মানুষের ওপর সময়ের সাথে বেশ কিছু দায়িত্ব চলে আসে। শুধু কিছু দায়িত্ব বললে ঠিক হবে না; বরং তার ওপর একগুচ্ছ দায়িত্ব আসে। তাকে সচেতনভাবে এই দায়িত্বগুলো উপলব্ধি করতে হবে। সর্বদা নিজ চোখের সামনে রাখতে হবে। আর সেটাকে উপলব্ধি ও জানার পর্যায় থেকে বিশ্বাস ও ইচ্ছার পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বগুলো বাস্তবায়ন করেও দেখাতে হবে।

সময় থেকে উপকৃত হওয়া

মুসলমানের প্রথম কর্তব্য হলো সময়কে সংরক্ষণ করা। প্রিয় সম্পদকে ঠিক যেভাবে আগলে রাখা হয়, তার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়ে সময়কে আগলে রাখা জরুরি। সময়ের সবটুকু ব্যবহার করে উপকৃত হওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা দরকার। দুনিয়াবি অথবা পরকালীন যেকোনো উপকরণ সর্বোচ্চ সদব্যবহার করতে হবে। এমন কিছু করা দরকার যা জাতিকে কল্যাণ, সৌভাগ্য এবং আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে।

আমাদের সালাফরা সবচেয়ে বেশি কৃপণ ছিলেন সময়ের ব্যাপারে। সময়ের মূল্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে সর্বাধিক মুনাফাভোগী ব্যবসায়ীর মতো তারা ছিলেন।

হাসান বসরি বলেছেন- 'আমি বেশ কিছু জাতির সঙ্গে মেলামেশা করেছি। তোমরা তোমাদের দিরহাম- দিনারের প্রতি যতটুকু মনোযোগী, তারা তাদের সময়ের প্রতি তার চেয়েও বেশি মনোযোগী।'

তাদের সর্বান্তকরণে প্রচেষ্টা ছিল নিয়মতান্ত্রিক কর্মের মাধ্যমে নিজেদের সময়কে নির্মাণ করার। কিঞ্চিৎ পরিমাণ সময়ও যাতে অলাভজনক কাজে ব্যয় না হয়। উমর ইবনে আব্দুল আজিজ বলেন-

'রাত ও দিন তোমার মাঝে কাজ করে। তুমিও তাদের মাঝে কাজ করো।'

তারা বলতেন, সময়ের অপচয় করা হলো অস্থিরতার আলামত।

তারা সর্বদা নিজেদের ভবিষ্যৎকে বর্তমানের চেয়ে উন্নত করার জন্য কাজ করতেন। আজকের দিন যেন গতকালের চেয়ে উন্নত হয়, সেই প্রচেষ্টা চালাতেন। আর আগামী দিনকে করতে চাইতেন আজকের চেয়ে উন্নত। কোনো এক সালাফের মন্তব্যটা ছিল এ রকম-

'যার আজকের দিন গতকালের মতো হলো, সে বোকা। আর যার আজকের দিন গতকালের চেয়ে খারাপ গেল, সে তো অভিশপ্ত।'

তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন- তাদের কোনো একটা দিন, দিনের কোনো একটা অংশ অথবা ক্ষুদ্র মুহূর্তও যেন বিফলে চলে না যায়; যা থেকে তারা উপকারী জ্ঞান, সৎ কাজ অথবা আত্মিক উন্নতির পাথেয় সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির উপকার করতেও সমর্থ না

হন কিংবা জীবনের কোনো একটা সময় নিরর্থক কেটে যায়। তারা চাইতেন, উপলব্ধির ফাঁক দিয়ে হলেও সামান্য কিছু সময় অপচয় না হোক কিংবা স্রোতে ভেসে না যাক।

নিজের কিংবা আশেপাশের কারও জ্ঞানগত, বিশ্বাসগত কিংবা সৎ কর্মের উন্নতির কাজে আসা ছাড়া কোনো একটি দিন কেটে যাওয়াকে তারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের নাফরমানি মনে করতেন। মনে করতেন, তারা বুঝি সময়ের বুকে খঞ্জর চালিয়ে দিয়েছেন।

ইবনে মাসউদ বলেন-

"সাধারণত আমি কোনো ব্যাপারে আফসোস করতাম না। আমার আফসোস ছিল একটা জায়গায় আর তা হলো- একটি দিনের সূর্য অস্ত চলে গেল, নির্ধারিত সময় কমে গেলো, কিন্তু আমার কর্মে কিছু যোগ হলো না।"

এটা ছিল আমাদের সালাফদের সময়ের প্রতি মনোযোগ এবং মূল্যায়ন কিংবা অবমূল্যায়নের ভয়াবহতার আলোচনা।

যৌবনে সময়ের গুরুত্ব

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ

তোমার বার্ধক্য আসার আগেই তোমার যৌবনের গুরুত্ব দাও।এ তো জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়। অর্থাৎ যৌবন নামক যে গনিমত তোমাকে আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন তা ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তুমি তার ফায়দা লুফে নাও কারণ তোমার বার্ধক্য তোমাকে আর তোমার যৌবনে ফিরে আসতে দিবেনা। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা যৌবন সম্পর্কে বিশেষ ভাবে হিসাব নিবেন।তুমি তোমার যৌবনেই আল্লাহর আনুগত্যে সময় ব্যয় কর। আল্লাহর রাসূল স: যৌবনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন কারণ এই বয়সেই মানুষ তার মনের মতো করে সবকিছু সাজিয়ে নিতে পারে। এই বয়স পার হয়ে গেলে সে তার জীবনের অসংখ্য চাহিদা পূরণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

যৌবন পার হয়ে কেউ বার্ধক্যে পৌঁছে এসে গেলে অসংখ্য অগণিত কাজের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা বাস্তবায়ন করতে পারে না।কারণ তার মন সায় দিলেও তার দেহ তাকে সায় দেয় না । তাই যৌবনের ইবাদত সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেনঃ-

سَبْعَةٌ يُظِلِّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ :إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌ نَشَأْ فُيْ طَاعَةَ اللهِ ....رواه البخاري

"আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কেয়ামতের দিন সাত ব্যাক্তিকে তাঁর ছায়ায় ছায়া দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যাতিত আর কোন ছায়া থাকবেনা । তার মধ্যে প্রথম হলো ন্যায় পরায়ণ বাদশা আর দ্বিতীয় হলো যে তার যৌবন আল্লাহর আনুগত্য তথা ইবাদতে কাটিয়ে দিয়েছে।" (বুখারী)

অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেনঃ-

لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ خَمْسٍ عن عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ ، وَمَا عَمِلَ فِيمَا علم

"কোন বনী আদম কেয়ামতের দিন তাঁর রবের নিকট থেকে এক কদম ও নড়া ছড়াও পারবে না যথক্ষণ না সে পাঁছটি প্রশ্নের উত্তর দিবে একটি হলো সারাটা জীবন সে কোন পথে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হবে তার যৌবনকাল কোথায় ব্যয় করেছে?"(তিরমিজী)

আল্লাহর রাসূল ﷺ অত্র হাদীসদ্বয়ে যৌবনের ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন কারণ যৌবনে মানুষ যেভাবে প্রতিটি ইবাদত যথাযথভাবে করতে পারে পড়ন্ত বয়সে তেমন করতে পারে না। যৌবনকালে চাইলে হিমালয় পর্বত জয় করা সম্ভব কিন্তু বার্ধক্যে হিমালয় পর্বততো দূরের কথা সমতলে হাঁটতেও হাঁপিয়ে ওঠে। আজ আমাদের সমাজে যুব সমাজকে টার্গেট করে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের শয়তানী কার্যকলাপ পরিচালনা করে আসছে।

যৌবনের সীমানা পেরিয়ে বার্ধক্যে পদার্পণ করার গ্যারান্টি কারো কাছে নেই।আজকের তাগড়া যুবক কাল যে বার্ধক্যে বা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেনা এ ব্যাপারে কি কারো কোনো নিশ্চয়তা আছে? তাই বার্ধক্য আসার পূর্বে এ যৌবনকে গণিমত মনে করতে হবে।আল্লাহর দেয়া এই শক্তি, সামর্থ্য ও সুস্থতা কাজে লাগাতে হবে।

সুস্থতায় সময়ের গুরুত্ব

আজ আমরা সুস্থ আছি।কাল যে অসুস্থ হবো না এর কি কোনো নিশ্চয়তা আছে?পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যাকে কখনে অসুস্থতা গ্রাস করেনি।অসুস্থতা নিশ্চয় আসবে।তবে কখন,কোথায়,কিভাবে তা কারো জানা নেই।

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ صِحَّتُكَ قَبْلَ سُقْمِكَ

“তোমার অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে গুরুত্ব দাও।”

সুস্থতা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এক বিশাল নেয়ামত। সুস্থ অবস্থায় একজন মানুষ যেভাবে ইবাদত করতে পারে অসুস্থ অবস্থায় সেভাবে পারে না। শুধু ইবাদতই নয়, মানুষ তার কোন কাজ-কর্মই সঠিকভাবে করতে পারে না। কখনো কখনো মানুষ তার প্রচন্ড অসুস্থতায় আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করে। মানুষ যখন সুস্থ থাকে তখন সে এ সুস্থতাকে তেমন মূল্যায়ণ করে না। আর যখনই সে কোন রকম অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সে চরম হতাশ হয়ে পড়ে ।সে মনে করে তার রোগটাই পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন রোগ । তার যন্ত্রনাই কঠিন যন্ত্রনা। অথচ সুস্থ থাকা অবস্থায় সে একে তেমন কোন রোগই মনে করতো না।
রাসূল ﷺ বলেছেনঃ-

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ :اَلصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ

“মানুষের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে খুব অবহেলা করে- একটি হলো সুস্থতা অপরটি হলো অবসরতা।” (বুখারী)

অসুস্থতার আগে সুস্থতার গুরুত্ব ঐ পরীক্ষার্থীই সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারবে যে কিনা পরীক্ষার আগের দিন পড়বে বলে তার সকল পড়া জমা করে রেখে ছিল কিন্তু কোন কারণে সে পরীক্ষার আগের দিন এতো বেশি অসুস্থ হলো যে পড়াতো দূরের কথা পড়ার টেবিলেও বসতে পারেনি। তখন তার কাছে মনে হবে তার সুস্থতার সময়েই সে পড়াটা পড়ে রাখলে সবচেয়ে ভালো হতো। এজন্যই বলা হয় “সুস্থতা স্বাস্থ্যের মাথার উপর এমন একটা মুকুট যা অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া কেউ দেখতে পায়না” । সুতরাং প্রতিটি মানুষের উচিৎ তার সুস্থতাকে গুরুত্ব দিয়ে সে তার রবের দেওয়া সকল দায়িত্ব পালন করে নেওয়া। কারণ সুস্থ অবস্থায় ইবাদতের যে পরিপূর্ণতা আসে তা অসুস্থ অবস্থায় আসে না।
তাই সুস্থতাকে গণিমত মনে করে আমার সময়কে কাজে লাগাতে হবে।

স্বচ্ছলতায় সময়ের গুরুত্ব

আজ আমাদের স্বচ্ছলতা আছে।হয়তো আরেকধাপ এগিয়ে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিত্ব।কিন্তু আমাদের কি এটা জানা আছে এ স্বচ্ছলতা বা ধনাঢ্যতার পরিধি কতটুকু?

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ

"তোমার দারিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে গুরুত্ব দাও।"

একজন প্রকৃত বুদ্ধিমান ধনী কখনই তার ভবিষ্যত সম্পর্কে উদাসীন থাকে না। সে তার আগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তার অর্জিত সম্পত্তির পুরোটাই ব্যয় না করে কিছু কিছু করে সে সঞ্চয় করে রাখে। অথবা তার অতীব প্রয়োজনীয় কাজ গুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সে তার সচ্ছলতার সময় সম্পন্ন করে ফেলে। ঠিক তেমনি একজন সচেতন মুমিন মুসলিমও তার সচ্ছলতার সময় সে তার সম্পত্তি থেকে আল্লাহর রাহে দান করে,গরীব অসহায় মানুষের প্রতি দয়া করে তার মৌলিক ইবাদত তথা যকাত আদায় করে, হজ্জ পালন করে। বুদ্ধিমান সে মহান আল্লাহ তায়ালার দেয়া বিশেষ অফার গ্রহণ করবে।
আল্লাহ তাআ'লা কুরআনে বলেছেনঃ-

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থঃ-"আল্লাহর পথে যারা তাদের সম্পদ থেকে দান করে তাদের দানের উদাহরণ হলো একটি বীজের মতো যা বপন করার পর তা থেকে সাতটি শীষ বের হয় আর প্রতিটি শীষ থেকে বের হয় আরো একশত দানা। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে দ্বিগুন করে দেন। আর আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" (সূরা বাকারাহ্ : ২৬১)

তাই আমাদের স্বচ্ছলতাকে গণিমত মনে করে ধন-সম্পদ আখিরাতের জীবনকে সুসজ্জিত করার কাজে ব্যয় করতে হবে।

অবসরে সময়ের গুরুত্ব

নিজের অবসর সময়কে গণিমত মনে করতে হবে।এটা আল্লাহ তাআ'লার বিশেষ দান। এটা সর্বদা বিদ্যমান থাকে না।বরং এক সময় এমন ব্যস্ততা এসে যায় যে, নিশ্বাস ফেলারও ফুরসত পাওয়া যায় না।

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ

"তুমি তোমার ব্যস্ততা আসার আগে তোমার অবসরতাকে গুরুত্ব দাও। "
কারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি অবহেলা করে তার অবসরতাকে। অবসর সময়ে মানুষ আল্লাহর থেকে বেশি গাফেল থাকে।একারণেই রাসূল ﷺ মানুষ দুটি নিয়ামতের(সুস্থতা,অবসরতা) ব্যাপারে বেখবর বলেছেন।

প্রতিটি মুসলমানের উচিৎ তার সময়কে যথাযথ কাজে লাগানো এং অবসরতাকে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে ব্যয় করা। কারণ তাকে অযথা অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি।
আল্লাহ তাআ'লা কুরআনে বলেছেনঃ-

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

অর্থঃ-" তারা কি ধারণা করে নিয়েছে তাদের অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে । তাদেরকে আমার দিকে ফিরে আসতে হবেনা?" (সূরা আল-মুমিনূন: ১১৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ-

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى

অর্থঃ-"মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?"(সূরা কিয়ামাহ : ৩৬)

অবসর সব সময় অবসর থাকে না। তাকে ভালো অথবা মন্দ যেকোনো একটি দিয়ে পূর্ণ করতে হয়।

যে তার নফসকে সত্যমুখী কাজে লাগায় না, তার নফস তাকে ন্যায়ভ্রষ্ট কাজে জড়িয়ে ফেলে। সুতরাং সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, যে তার নফসকে কল্যাণ ও উপকারী কাজে নিয়োজিত করেছে। আর ধ্বংস তার জন্য, যাকে তার নফস মন্দ এবং বিশৃঙ্খলার কাজে লিপ্ত করেছে।

পরিশেষে এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিৎ যে, কোনো মানুষই অমর নয়।মৃত্যু আসবেই।আর মৃত্যুর সাথে সাথেই ভালো-মন্দ সব ক্রিয়া কর্মই বন্ধ হয়ে যায়। তাই মৃত্যু আসার পূর্বেই আমরা জীবনকে মূল্যায়ন করবো।

মুসলিম মনীষীরা যেভাবে সময়কে মূল্যায়ন করতেন

*প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'আমি কোন বস্তুর উপর সে পরিমাণ অনুতপ্ত হইনা, যা হই ঐ দিনের উপর যার সূর্য অস্ত যাচ্ছে অথচ আমি তাতে নতুন কোন আমল সংযোগ করতে পারিনি'।

* হযরত উমর (রাঃ) কর্মহীন ও অনর্থক সময় ব্যয় সম্পর্কে ঘৃণা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, আমার খুবই অস্বস্তি বোধ হয় যখন আমি কাউকে কর্মহীন (চাই দুনিয়াবী কাজ হোক বা আখেরাতের) ভাবে সময় কাটাতে দেখি।

* হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রঃ) বলেন, 'রাত দিন তোমার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। সুতরাং দু'য়ের ভিতরেই তুমি আমল করে নাও'।

* হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি তো দিন সমূহের সমষ্টি। যখন একটি দিন চলে গেল তখন মনে রেখো তোমার একটি অংশ চলে গেল।' আমি এমন লোকদের(লোক দ্বারা উদ্দেশ্য সাহাবায়ে কিরামগণ)পেয়েছি যাঁরা নিজ সময়ের প্রতি এমন সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন যেমন সতর্ক দৃষ্টি মানুষ স্বর্ণ-রূপার প্রতি রাখে।

* ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, 'আমি দীর্ঘকাল সূফীগণের সান্নিধ্যে থেকে দু'টি কথা শিখেছি।

এক. সময় হল তলোয়ারের ন্যায়। তুমি তাকে (কোন আমালের মাধ্যমে) কাটবে। অন্যথায় সে তোমাকে (দুশ্চিন্তায় লিপ্ত করে) কাটবে।

দুই. তোমার নফসের হিফাযত করবে। কারণ, যদি তুমি তাকে সৎকাজে লিপ্ত না রাখ তাহলে সে তোমাকে কোন মন্দ কাজে জড়িয়ে দিবে।

মুমূর্ষু অবস্থায়ও দ্বীনি মাসয়ালা আলোচনা-

হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর সুযোগ্য ছাত্র ইব্রাহীম ইবনুল জারাহ বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন আমি খেদমত করার জন্য তাঁর নিকট গেলাম। গিয়ে দেখলাম তিনি অজ্ঞান হয়ে আছেন। জ্ঞান ফিরে আসার পর আমাকে দেখে তিনি একটি মাসআলা সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চাইলেন, তখন আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, এ মুহূর্তেও মাসআলার আলোচনা! তিনি বললেন, হ্যাঁ, হয়তো বা এ উসিলায় আল্লাহ আমাকে নাজাত দিয়ে দিবেন। এরপর বললেন,

আচ্ছা বলতো, হজ্ব পালনের সময় কোন অবস্থায় শয়তানের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করা উত্তম? আমি বললাম, আরোহী অবস্থায়। তিনি বললেন, উত্তর সঠিক হয়নি। তখন আমি পাল্টিয়ে বললাম- পায়ে হাঁটা অবস্থায়, এবারও তিনি একই কথাই বললেন। তখন আমি তার নিকট সঠিক উত্তর জানতে চাইলে তিনি বলেন, যখন সে স্থানে দোয়ার জন্য অপেক্ষা করা হয় তখন পায়ে হাঁটা অবস্থায়, আর যখন অপেক্ষা করা হয় না তখন আরোহী অবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপ করা উত্তম। প্রশ্ন-উত্তর শেষ হওয়ার পর আমি তার থেকে বিদায় নিলাম। গেইটে পৌঁছতেই ভেতর থেকে ক্রন্দন ধ্বনি ভেসে এল। গিয়ে দেখলাম, তিনি আর পৃথিবীতে নেই। মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন।

এমনই ছিল তাঁদের ইল্ম চর্চা এবং সময়ের মূল্যায়ন। তাঁরা সর্বদা মাসআলা মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করতেন। এমন কি জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও। আমরা তো তাঁদের উত্তরসূরী। তাহলে তাঁদের সাধনা ও সময় নিষ্ঠা কি আমাদের জন্য শিক্ষণীয় নয়?

ইমাম নববী (রঃ)-এর নিকট সময়ের মূল্য

সহীহ মুসলিম শরীফের মহান ভাষ্যকার ইমাম নববী (রঃ) শিক্ষা জীবনে এত শ্রম ও সাধনা করেছেন যে, দু' বছর যাবত তিনি বিছানায় পিঠ লাগাননি। বসে বসে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে আবার লেখা-পড়ায় নিমগ্ন হয়ে যেতেন। সময় নষ্ট হওয়ার ভয়ে তিনি দিন-রাতে মাত্র একবার আহার করতেন। তাও কেবল রুটি! তিনি ফল-মূল খেতেন না এ ভয়ে যে, এতে শরীরে জলীয় অংশ বৃদ্ধি পেয়ে নিদ্রার উদ্ভব ঘটবে। ফলে পড়া শোনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। তিনি প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ের উপর বারোটি পাঠ শুধু পড়তেনই না বরং ব্যাখ্যা সহ মুখস্থও করতেন। পথ চলার সময়ও তিনি অধ্যয়নে লিপ্ত থাকতেন। এ ভাবেই এ মহা মনীষী সময়ের মূল্য দিয়েছেন।

সময়ের প্রতি উদাসীনতার পরিণতি

সময়ের সমষ্টিই মানুষের জীবন। সময় আল্লাহর দান। মানবজীবনে এই সময়ের গুরুত্ব অনেক। সময়ের মূল্যায়ন করা একজন মুমিনের জন্য অপরিহার্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করা হলো,

"সৌভাগ্যবান কারা? তিনি বললেন, সৌভাগ্যবান তারা, যারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং তা নেক আমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছে। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, দুর্ভাগা কারা? তিনি বললেন, দুর্ভাগা তারা যারা দীর্ঘায়ু পেয়েছে এবং তা বদ আমলে কাটিয়েছে বা আমলবিহীন অতিবাহিত করেছে।"   (তিরমিজি: ২৩২৯, মুসনাদে আহমাদ: ১৭৭৩৪, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৬:১১১)।

উদাসীনতায় সময় পার করা। সময়ের প্রতি অবহেলা করা। উভয়টিই ইসলাম সমর্থন করে না।আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ-

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ✿ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ✿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ✿ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ✿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ✿ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ✿ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ✿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

অর্থঃ-"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে।যতক্ষণ না তোমরা কবরের সাক্ষাৎ করবে।কখনো নয়, শীঘ্রই তোমরা জানবে,তারপর কখনো নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।কখনো নয়, তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানে জানতে!তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে;তারপর তোমরা তা নিশ্চিত চাক্ষুষ দেখবে।তারপর সেদিন অবশ্যই তোমরা নিআ' মাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা তাকাসূর : ১-৮)

সুতরাং সময়কে মূল্যায়ন করে প্রতিটি মু' মিনের জীবন পরিচালনা করাই উত্তম পথ। আল্লাহ আমাদের সময়ের মূল্যায়ন করার তাওফিক দিন। আমিন।

সময়ের গুরুত্বের শিক্ষা

এই শিক্ষা আমাদের যথাযথ ব্যবহার করা। কাজটি আজ নয় আগামীকাল করব, এমন কথা না বলা। আখেরাতের চিন্তা নিয়ে সময়ের সৎ ব্যবহার করা। ইবাদতের জন্য আগামীকালকে নির্ধারণ না করা। এ অবস্থায় প্রতিটি যুবকের উচিৎ তাদের শত্রুকে চেনা এবং তাদের এড়িয়ে চলা। সুতরাং যুবকদের উচিৎ যৌবন নামক সোনালী সময়কে গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহর ইবাদতে

নিজেকে ব্যস্ত রাখা। এবং এক্ষেত্রে সমাজে প্রতিষ্ঠিত সকল পাপাচার মূলৎপাটনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।

সময়ের অপচয়ের নানাবিধ কারণ

সময় এক মহামূল্যবান নিআ'মাত।মানবজীবনে এর তার বিশেষ মূল্য আছে।অথচ এই বিশেষ নিআ'মাতকে আমরা নানাবিধ অনর্থক কাজে অপচয় করছি।আর সময়ের অপচয় জীবনকে ধ্বংস করে।ইসলাম অন্য সবকিছুর মতো অনর্থক কাজে সময় অপচয় করতে নিষেধ করে।আখিরাতে আল্লাহ তাআ'লা মানুষের এই জীবনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

বর্তমান সময়ে যেসব অনর্থক কাজে মূল্যবান সময় অপচয় হচ্ছে তার কয়েকটি ক্ষেত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- মোবাইল ফোন ব্যবহারে সময়ের অপচয়-

আধুনিক এই যুগে সময় অপচয় করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে হাতে থাকা স্মার্টফোন। মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবস্থার সহজলভ্যতার কারণে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে অন্য সব নেশাদ্রব্যের মতোই স্মার্টফোনও এখন নেশায় পরিণত হয়েছে।এর ব্যবহার সহজলভ্য হয়ে যাওয়ায় তরুণ প্রজন্ম থেকে শুরু করে ষাট বছরের বৃদ্ধ ও এই নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে।আমাদের চারপাশে খেয়াল করলে দেখতে পাবো সবাই এই স্মার্টফোনে নিজেদের সময় কাটাতে ব্যস্ত।মোবাইল ফোনের ব্যবহার যত বাড়ছে তেমনি নানা অপকর্ম,নেতিবাচক কার্যকলাপ,নানারকম অপরাধের সংখ্যা আমাদের চারপাশে বেড়েই চলছে।

- ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি ব্যবহারে অনলাইনে সময়ের অপচয়-

বর্তমানে মানুষ অনলাইনের এসব ফাঁদে সবচেয়ে বেশি সময় নষ্ট করছে।ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নারী-পুরুষ, ছোট-বড় প্রায় সকল মানুষই লম্বা সময় বুঁদ হয়ে থাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় অহেতুক স্ক্রলিংয়ে।এসব মাধ্যমে তারা সেলফি,হাসি-ঠাট্টামূলক পোস্ট,গান-বাজনা ও নাটক-মুভি দেখার মাঝে মজে থাকে।এভাবে যে তারা জীবনের কত সময় নষ্ট করছে তার কোনো হিসেব নেই।

- গেমিংয়ে আসক্ত থেকে সময় নষ্ট করা-

আজকের তরুণরা অনলাইনে গেমিংয়ে আসক্ত থেকে নিজেদের সময় নষ্ট করছে।এটা যে সময় নষ্ট করার কতটা ক্ষতিকর দিক তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।আজকের প্রায় অভিভাবকই

আপন সন্তানদের নিয়ে খুব চিন্তিত, সবার অভিযোগ আমার সন্তান আর আগের মতো পড়ালেখায় মনোযোগী নয়,মোবাইলে পাবজি,ফ্রি ফায়ার প্রবৃদ্ধি গেমিংয়ে তারা বুঁদ হয়ে থাকে। আজ শুধু ছোটোরাই সময় নষ্ট করার এই মারাত্মক ব্যধিতে আক্রান্ত নয়!অনেক কর্মক্ষম মানুষও এসব ইলেক্ট্রনিক গেমিংয়ে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করে দিচ্ছে।

- বিভিন্ন খেলাধুলা উপভোগে সময় নষ্ট করা-

আজকের মানুষ বিভিন্ন খেলাধুলা উপভোগে সময় নষ্ট করছে।কুফফারদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বব্যাপী একের পর এক আয়োজন হতে থাকে,হরেক রকমের খেলাধুলার আসর কখনো বিশ্বকাপ ফুটবল, কখনো বিশ্বকাপ ক্রিকেট, কখনো অলিম্পিক আসর।এভাবে আবার দেশে দেশে আইপিএল, বিপিএল এমন হরেক লীগ বা সিরিজ খেলাধুলার আয়োজন চলতেই থাকে।একটার আয়োজন শেষ না হতেই শুরু হয় আরেকটার আয়োজন।আর বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এসব খেলাধুলা উপভোগ করেই নষ্ট করছে নিজের জীবনের মূল্যবান সময়।

- বন্ধুদের নিয়ে বিভিন্ন খেলাধুলায় সময় অপচয়-

আজকের তরুণ-তরুণীরা বন্ধুদের নিয়ে বিভিন্ন খেলাধুলায় মেতে থেকে সময় পার করে দিচ্ছে আজকের তরুণ-যুবকরা টিভি পর্দায় বিভিন্ন খেলাধুলা উপভোগের পাশাপাশি নিজেরাও খেলাধুলায় মেতে থেকে নিজের জীবনের সময়গুলোকে নষ্ট করছে।বন্ধুদের নিয়ে চলে তাদের নানারকমের খেলার আয়োজন।কখনো ক্রিকেট, কখনো ফুটবল,কখনো ব্যাডমিন্টন, কখনো ভলিবল।অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তাদের জীবনটাই যেন কেবল খেলাধুলার জন্য।

- ট্যুর-ট্রাভেলিং এবং উদ্দেশ্যেহীন বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ানো-

আজ এক ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে বিভিন্ন বিনোদনের স্পট বা দর্শনীয় স্থানে অহেতুক ঘুরে বেড়িয়ে অনেকে সময় নষ্ট করে থাকে।আজ সমুদ্র-সৈকতে তো কাল কোনো পার্কে এভাবে বিভিন্ন স্পটে ঘোরাঘুরি করে এরা জীবনের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে দিচ্ছে।

- ক্লাব বা দোকানপাটে বসে অনর্থক আড্ডা -

ক্লাব বা দোকানপাটে বসে অনর্থক আড্ডা না দিলে চলেই না।ছেলে-বুড়ো,জোয়ান-বৃদ্ধ অধিকাংশ মানুষই প্রতিদিন এভাবে ক্লাব বা দোকানপাটে বসে অনর্থক গল্পগুজব করে বেড়ায়।এসব আড্ডায় তাদের বেশিরভাগ সময় কাটে অন্যের সমালোচনা ও গীবত-পরনিন্দায়।

- গানবাজনা ও নাটক-সিনামা দেখায় সময় নষ্টকরণ-

নারী-পুরুষ অনেকেই আজ এভাবে বিনোদনের নামে গান-বাজনা শুনে কিংবা নাটক-সিনেমা দেখে হারাম কাজে সময় নষ্ট করছে।ফলে তাদের অন্তর কলুষিত হয়ে পড়েছে এবং চারিত্রিক

অবনতি ঘটছে। এসব গুনাহে নিমজ্জিত থাকার কারণেই তাদের কাছে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করতে ভালো লাগে না।তারা আগ্রহী হয় না দ্বীনি ইল্ম অর্জনে। আজকের যুবসমাজ শুধু একাকী নিজে গান-বাজনা শুনেই সময় পার করে না।তারা এখন সম্মিলিতভাবে ঘটা করে ক্যাম্পাসে, বিনোদন স্পটে,বিয়েবাড়ি সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গানবাজনার আসর জমায়,গানের সুরতরঙ্গে তারা মাতালের মতো আচরণ করতে থাকে

- বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস পড়ে সময় নষ্টকরণ-

একধরণের বিকৃত স্বভাবধারী লেখন আছে যারা অশ্লীলতার বিস্তার ঘটাতে বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস লেখে।আর এসব পড়ে পড়ে একটা অথর্ব জেনারেশন নিজেদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে।এমনকি নিজেদের বাস্তব জীবনকে তারা সেভাবে গড়ে তোলে।

- বিভিন্ন বিজাতীয় উৎসব ও দিবস পালনে সময় নষ্টকরণ-

বর্তমানে আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠার জন্য চলছে নানান দিবস পালন। আজ এই দিবস তো কাল ঐ দিবস।আগে এসব ঘৃণ্য অপসংস্কৃতিগুলো কাফের মুশরিকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল।কিন্তু বর্তমানে বিজাতীদের অনুসরণে একশ্রেণীর অজ্ঞ নামধারী মুসলিমরাও এসব ঘৃণ্য উৎসব ও দিবস সমূহতে মত্ত হয়ে যায়।

কিছু উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র শুধু উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।এছাড়াও আরও বহু বিষয় রয়েছে যেসবে লিপ্ত হয়ে মানুষ সময় নষ্ট করে থাকে।বড়ই আফসোস এমন ব্যক্তির জন্য যেভাবে নিজের জীবনের সময়গুলোকে নষ্ট করে চলেছে আর ভাবছে সে সঠিক পথে আছে।নেক কাজ থেকে বিমুখ থাকা পরও নিজের মুক্তির ব্যপারে সুধারণা রাখছে। এমন লোকদের ব্যাপারে হাসান আল-বসরী (র:) বলেন-

"একদল লোককে দুনিয়া ধোঁকা দিয়েছে ফলে তারা কোনোর নেকের পুঁজি ছাড়াই এখান থেকে বিদায় নিয়েছে।তারা বলে আমরা আল্লহর ব্যাপারে সুধারণা রাখি কিন্তু তারা মিথ্যা বলেছে।যদি তারা আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা রাখতো তাহলে অবশ্যই নেককাজ করতো"

আল্লাহ তাআ'লা তাদের ব্যাপারে বলেন-

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ✿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

অর্থঃ-'বলুন, "আমি কি তোমাদের সেসব লোকের সংবাদ দেবো, যারা কর্মের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত?তারাই সেসব লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়; অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে।" (সুরা আল-কাহফ : ১০৩-১০৪)

আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেন-

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ✿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

অর্থঃ-"যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ থাকে, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দিই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী।শয়তানরাই মানুষকে সৎপথে বাধাদান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।" (সুরা আজ-জুখরুফ : ৩৬-৩৭)

আজ যারা সময় নষ্ট করছে তারা একদিন আফসোস করবে,নেক আমল করার আশায় দুনিয়াতে আবার ফিরে আসতে চাইবে,কিন্তু তখন তাদের প্রার্থনায় সাড়া দেওয়া হবে না।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ✿ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

অর্থঃ-'যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, "হে আমার পালনকর্তা, আমাকে (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠান।যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি, যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম।কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত " (সুরা আল-মুমিনুন : ৯৯-১০০)

আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেন-

وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ✿ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

অর্থঃ-"আর সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ অনুশোচনা করবে; কিন্তু এই অনুশোচনা তার কী কাজে আসবে?সে বলবে, "হায়, এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম!"(সুরা আল-ফাজর : ২৩-২৪)

সেদিন এসব আফসোস পরিতাপ কোনো কাজে আসবে না।দুনিয়াতে থাকতেই যদি নিজের সময়ের সদ্ব্যবহার করে নেক আমলের পুঁজি সংগ্রহ করা যায় তবেই সেদিন মুখে হাসি ফুটবে।

আপেক্ষ করে কালক্ষেপণ নয়

আপেক্ষ করে কালক্ষেপন নয়: হারিয়ে যাওয়া সময়ের জন্য আক্ষেপ করে কালক্ষেপন করা অনুচিত।

এতে বর্তমান সময়ও নষ্ট হয়। বরং নতুন করে এখন থেকেই পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করা কর্তব্য। তাই বলা হয় 'সময় তরবারির মতো। তুমি তাকে না কাটলে করলে সে তোমাকে কাটবে।' অর্থাৎ সময়কে কাজের মাধ্যমে ব্যয় না করলে সে তোমাকে অনর্থক কাজে ব্যস্ত করে রাখবে। (বাহজাতুন নুফুস, পৃষ্ঠা: ৯৬)

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেছেন, 'আমি সুফিদের সান্নিধ্যে ছিলাম। তাদের থেকে আমি দুটি কথা ছাড়া কিছুই শিখিনি। তাদের একটি কথা হলো, সময় হলো তরবারি। তুমি তাকে না কাটলে সে তোমাকে কেটে ফেলবে। আরেকটি কথা হলো, তুমি নিজেকে সত্যের কাজে ব্যস্ত না রাখলে তুমি মিথ্যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। (আল-জাওয়াবুল কাফি, পৃষ্ঠা: ২০৮)

সময়ের অপচয় রোধ করার উপায়

আমাদের জীবন থেকে চলে যাওয়া সময় আমরা আর ফিরে পাবো।তাই এই মূল্যবান সময়কে অনর্থক কাজে নষ্ট করে নিজের ক্ষতি ডেকে আনা যাবে না।আমরা এতোক্ষণ বর্তমানে সময়ের অপচয়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ক্ষেত্র পড়েছি যেগুলো আমাদের মূল্যবান সময়কে কেড়ে নিচ্ছে।তাই আমাদের সময়ের অপচয়ের রোধ করতে হলে যে বিষয়গুলো মাথায় রাখা দরকার তা হলো:

- মোবাইল,ল্যাপটপ এগুলোর ব্যবহার আমাদের কমিয়ে আনতে হবে।একদম প্রয়োজন ছাড়া অহেতুক বিভিন্ন এপসে সময় নষ্ট করা যাবে না,ফেসবুকে অযথা স্ক্রলিং করা যাবে না।দেখা যায় আমরা কাজ থেকে একটু অবসর পেলেই ফেসবুকে স্ক্রলিংয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।এক্ষেত্রে আমাদের মোবাইল,ল্যাপটপ ব্যবহারের সময় ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হবে,প্রয়োজনীয় কাজগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে,অপ্রয়োজনীয় কাজগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

● গল্প-আড্ডা পরিহার করতে হবে।যারা জীবনে সফল হতে চায় তাদের এসব আড্ডা এড়িয়ে চলা উচিৎ,বিশেষ করে যেগুলোতে পাপ কাজ হয়।

● আধুনিকতার ছোঁয়ায় সময়ের সাশ্রয়।বিষয়টি সত্যিই বিবেচ্য যে, বর্তমান যুগে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কত অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন এবং এমন এমন নেয়ামত দান করেছেন যা আমাদের পূর্বপুরুষগণ কোন দিন কল্পনাও করেনি। যেমন: আগেকার দিনে (বর্তমানেও গ্রামে গঞ্জে) রান্না-বান্নার জন্য কাঠ, খড়ি, লতা-পাতা ও ডাল-পালা সংগ্রহ করতে হত। আবার এগুলো শুকোতে হত। আরও কতকি? কিন্তু আল্হামদুলিল্লাহ্ বর্তমানে গ্যাসের চুলা সে পূর্বেকার সব ঝক্কে-ঝামেলা দলিত করে এনে দিয়েছে শারীরিক শান্তি ও মানসিক স্বস্তি। দিয়েছে সময়ের বিরাট সাশ্রয়। আগের দিনে রুটি বানাতে হলে গম এনে চাক্কিতে পিষতে হত। খামীর করতে হত। তারপর রুটি। কিন্তু আজকাল মেশিনের সুইচ অন করলেই রুটি হাজির। আগে হজ্জ করতে হলে মাস কে মাস পথে পড়ে থাকতে হত। আর আজকাল মাত্র কয়েক ঘণ্টায় পৌছে যাওয়া যায়। এ ছাড়াও কম্পিউটার, ইন্টারনেট, টেলেক্স, ই-মেইল এক কথায় আধুনিকতার সবগুলো উপহারই আমাদের জীবন প্রবাহে এনে দিয়েছে সময়ের এক বিরাট সাশ্রয়।আল্লাহ পাক আমাদের এত প্রচুর সময় বাঁচিয়ে দিলেন। কিন্তু এ সময়গুলো গেল কোথায়? কি কাজে এসেছে আমাদের? কোথায় ব্যয় হচ্ছে এ সময়গুলো? যদি কাউকে বলা হয় অমুক আমলটি কর। উত্তরে সে বলবে সুযোগ নেই। অথচ আগের কালের লোকেরা সব কাজ আঞ্জাম দেয়া সত্ত্বেও নফল ইবাদত, জিকির, তেলাওয়াত সবই করার ফুরসত পেত। কিন্তু এখনকার লোকদের কিছুই করার সুযোগ মিলেনা। এখন মানুষ শুধু অস্থির! সময় নেই! অবসর নেই! সময় কেন নেই? আল্লাহ তায়ালা তো সময় এ জন্যই দান করেছেন যে, তাতে মানুষ তাঁকে স্মরণ করবে। তাঁর দিকে মনোনিবেশ করবে। তাই আমাদের উচিৎ, আখেরাতের পাথেয় জোগাড় করা। সময়ের এ বিরাট সাশ্রয় হাতের মুঠোয় পেয়ে খেলা-ধূলা, টিভি, সিনেমা, ভি. সি. আর, গল্প-গুজব ইত্যাদিতে না কাটিয়ে আল্লাহর পথে ব্যয় করা।

● মহিলাদের মধ্যে সময়ের বেশী অবমূল্যায়ন।সময় নষ্ট করার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত মহিলাদের মাঝেই বেশী লক্ষ্য করা যায়। যে কাজ এক মিনিটে সম্পন্ন করতে পারবে তাতে এক ঘণ্টা ব্যয় করে ফেলে। আর যখন পরস্পরে আলাপ-আলোচনা শুরু করে তখন তো আর কথাই থাকে না। আর এতে যে কত গীবত, মিথ্যা ও উপহাস মূলক কথা সংগঠিত হয় তার কোন ইয়ত্তা নেই। তাই তাদেরকে এ ব্যাপারে অধিক সতর্ক হওয়া উচিৎ। কারণ, এভাবে চলতে থাকলে একদিন দেখা যাবে খালি হাতেই তাদেরকে পরপারে যাত্রা করতে হবে। আর পাথেয়হীন সফর যে কত দুঃসহ তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউই উপলব্ধি করতে পারে না।নবী পত্নী ও তাঁদের কন্যাগণও তো মহিলা ছিলেন। কিন্তু তাঁরা তো বর্তমান যুগের নারীদের মত

গল্প-গুজবে সময় কাটিয়ে খালি হাতে আল্লাহর কাছে যাত্রার কথা স্বপ্নেও ভাবেননি। তাই তারা দুনিয়ায় থেকেও জান্নাতের সার্টিফিকেটে ধন্য। আজকের মহিলা সমাজকেও সে পথ অনুসরণ করতে হবে। তবেই তারা হবেন সফলকাম।

- নেক আমলে টালবাহানা।হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন, হে মানুষ সকল। তোমরা টাল বাহানা থেকে বেঁচে থাক। মানুষের মন সর্বদা সৎকাজে টাল বাহানা করে। নেক আমল করার সময়-সুযোগ এলে মন বলে আজ থাক। আগামী কাল করবো, পরশু করবো, পরে অবসর পেলে করবো, অমুক কাজ থেকে অব্যাহতি পেলে তারপর করবো। এ রকম আরও হাজারও টাল বাহানা। কিন্তু এটি কস্মিন কালেও ঠিক না। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'কোন নেক কাজে টালবাহানা করো না'। কারণ, যে কাজে টালবাহানা করা হয় তা সাধারণত পরে আর করা হয় না। সেটা পড়েই থাকে। তাই সচেতনতার দাবী এটাই যে, নেক আমল বা অন্য যে কোন ভাল কাজই করার সুযোগ পেলেই করে ফেলা। টালবাহানা করা কোন সুবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় নয়।

- গুরুত্বপূর্ণ কাজ অগ্রগণ্য।মানুষের হাতে যখন এক সাথে অনেকগুলো কাজ জড়ো হয়ে যায় তখন সে নির্বাচন করে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই প্রথমে সম্পাদন করে। দুনিয়াবী কাজে এটাই সচরাচর দৃষ্টি গোচর হয়। ব্যতিক্রম শুধু আখরাতের কাজে। যদি কখনও দুনিয়া এবং আখেরাতের দু'টি কাজ একত্র হয় তখন আমরা অনেকেই দুনিয়াবী কাজকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি (যদি সেটি একেবারেই তুচ্ছও হয়।) যেমনঃ আসরের জামাতের সময় হয়ে গেছে এমন সময় এক বন্ধু এল। বন্ধুর সাথে নাস্তা করতে হবে এখন দেখা যাবে অনেকেই জামাত তরক করে আগে বন্ধুকে নিয়ে চা-নাস্তা করে। তারপর একা একা নামায পড়ে। এই হল আমাদের অবস্থা। অথচ জামাতে নামায পড়া যে, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এটা সবারই জানা। কিন্তু গুরুত্ব দেই বিধায় তাকে স্থান দেয়া হয় সবার শেষে।
আবার প্রায়ই পরে করতে করতে কাযাও হয়ে যায়। আল্লাহ আমাদেরকে আখেরাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করার তাওফিক দিন।

পরিশেষে বলতে পারি,আমাদের সময়ের কাজ সময়ে করতে হবে।আমাদের জীবনের প্রতিটি সময় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। হারিয়ে যাওয়া সময় আর ফিরে আসবে না।যারা সময়কে প্রকৃতভাবে কাজে লাগিয়েছেন, চাই সেটা ইহকালের কোনো কাজে বা পরকালের ভয়াবহ শাস্তি থেকে বেঁচে থাকার কোনো কাজে,তাহলে তারা অনেক বিপদাপদ এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পেরেছেন।

সময়ের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ

মানুষের সময় হলো তার জীবন। তা আল্লাহর নির্দেশনা মতে

কাটানোর মধ্যে প্রকৃত সাফল্য। সালাফে সালেহিন সময়কে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে ব্যয় করতেন। বিখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেছেন, 'আমি ওই দিন বেশি লজ্জিত হই যেদিন সূর্য উদিত হয়েছে এবং আমার নির্ধারিত সময় কমেছে। কিন্তু আমার আমল বৃদ্ধি পায়নি।' উমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.) বলেছেন, 'রাত ও দিন তোমার সামনে কাজ করে যাচ্ছে। অতএব তুমিও তাদের মধ্যে কাজ কোরো।'

হাসান বসরি (রহ.) বলেছেন, 'হে আদম সন্তান, তুমি তো দিনের সমষ্টি। একদিন চলে যাওয়ার অর্থ তোমার কিছু চলে যাওয়া।' তিনি আরো বলেছেন, 'আমি এমন একদল লোক পেয়েছি, যারা সময়ের প্রতি এত বেশি গুরুত্ব দিতেন, যা দিরহাম ও দিনারের প্রতি তোমাদের আগ্রহের চেয়ে বেশি ছিল।' (কিমাতুজ জামান, পৃষ্ঠা: ২৭)

উপসংহার

সময় সতত বয়ে চলে।একে থামিয়ে রাখা যায় না।আমরা কাজে মশগুল থাকলেও সময় অতিবাহিত হবে, অতিবাহিত হবে অলসতা আর ঘুমের মাঝে বিভোর থাকলেও।

যে সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে,তা আর কখনো ফিরে আসবে না।ঘড়ির কাঁটাকে আটকে রাখতে অথবা পেছনে ফিরিয়ে নিতে যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, সব চেষ্টা বিফলে যাবে।বরং সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হলো,আমাদের জানতে হবে কীভাবে ঘড়ির কাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয় এবং কীভাবে প্রতিটি মুহুর্তকে উত্তম ও নেক আমল দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেওয়া যায়।

আমাদের জীবন-সময় একদিন নিশ্চিত ফুরিয়ে যাবে।প্রতিদান দিবসে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের ফলাফল আমরা দেখতে পাবো।সেদিনই আমরা বুঝবো আখিরাতের সাফল্যের জন্য দুনিয়ার একেকটি মুহূর্ত কত যে দামী ছিলো!সময়কে কাজে লাগিয়ে পুঁজি সংগ্রহের কত সুযোগ আমাদের সামনে ছিলো!তখন আফসোস হবে,আবার যদি জীবন ফিরে পেতাম,সময়ের সর্বোচ্চ সঠিক ব্যবহার করতাম!

فانك بيومك ولست بغدٍ
فان يكن غد لك فكس في غد كما كست

অর্থঃ-আজকের দিনই শুধু তোমার জন্য নিশ্চিত। আগামী দিন তোমার জন্য নিশ্চিত নয়।

কারো কি এ বিশ্বাস আছে যে, তার জন্য আগামী কাল আসবেই। যেহেতু আগামী দিন আসাটা নিশ্চিত নয়, তাই যা কিছু করার আজই করে নিতে হবে। আর এ বিশ্বাস ছেড়ে দিতে হবে যে, আমি আগামী কালও বেঁচে থাকবো। বরং এভাবে কাজ করতে যে, আজকের দিনই আমার শেষ দিন। আজকের ভিতরেই আমাকে সব কিছু সেরে নিতে হবে। এ ভাবে প্রত্যেক দিনকে যদি জীবনের আখেরী দিন মনে করে কাজ করা যায় তাহলে ইনশআল্লাহ সাফল্য নিশ্চিত।

পরিশেষে বলা যায়, জীবনের প্রতিটি মুহুর্তকে গনীমত মনে করতে হবে সে গুলোকে আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর ইবাদতে ব্যয় করার প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। উদাসীনতা, গাফলতী ও অযথা সময় ব্যয় করা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানি করে আমাদের মাঝে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন; যেন আমরা জীবনের প্রতিটি মুহুর্তকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর যিকির ও আখেরাতের কাজে ব্যয় করতে পারি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফিক দান করুন- আমীন।

তথ্যসূত্র

১. জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ[মূল: মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মাদ ওমর ফারুক]

২.সময়ের সঠিক ব্যবহার কীভাবে করবেন?[মূল: ড.খালিদ আবু শাদি,অনুবাদ: আব্দুল্লাহ ইউসুফ]

৩.মুমিন জীবনে সময়[মূল: ইউসুফ আলা কারজাভি,অনুবাদ: তারিক মাহমুদ]

৪.https://www.dawahcircle.com/hadith/7957/

৫.https://www.ekushey-tv.com/religion-life/84081

৬.https://www.aparadhchokh24.com/details/?pid=142417

৭.https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2023/07/10/1297449